চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

সরকারের সামগ্রিক আয় ব্যয় ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা হলো রাজস্ব নীতি। রাজস্ব নীতির ভারসাম্য দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্পদ সঞ্চালনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করতে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি সত্ত্বেও এখনও রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ২,০৬,৪০৭.২৫ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (২,২৫,০০০.০০ কোটি টাকা) ৯১.৭৩ শতাংশ। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,১৬,৮২৫.৭৫ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৪২ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ শতাংশ বেশি। জিডিপির শতকরা হারে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে; ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ১৬.৬১ শতাংশ হতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭.৪৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও সরকারি বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান। বাজেটের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিগত বছরগুলোতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপি ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের ৯৩ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আরএডিপি বাস্তবায়ন হার প্রায় ৪২ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এডিপি ব্যয়ের সিংহভাগ পরিচালিত হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ দ্বারা। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের দ্রুত ও দক্ষ ব্যবহারের উপর জোর দেয়ায় বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের নীট প্রবাহ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কিছুটা বেড়েছে।

রাজস্ব নীতিতে সরকারের আয় ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। রাজস্ব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার মূলতঃ আয়-ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা চালায়। ফলে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে জনগণের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব হয়। সরকারি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া । সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচির প্রসার ও উন্নয়নে রাজস্ব নীতির নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সরকারি আয়

সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর রাজস্ব। অবশিষ্ট রাজস্ব আসে কর বহির্ভূত উৎস হতে যেমনঃ ফি, মাসুল, টোল ইত্যাদি খাত হতে। বিগত নয় বছরের রাজস্ব আয় এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত সারণি ৪.১ ও লেখচিত্র ৪.১ - এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৪.১ রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
মোট রাজস্ব	৯৫১৮৮	১১৪৮৮৫	১৩৯৬৭০	১৫৬৬৭১	১৬৩৩৭১	১৭৭৪০০	২০১২১০	২৫৯৪৫৪	৩১৬৫৯৯
কর রাজস্ব	৭৯০৫২	৯৪৭৫৪	১১৬৮২৪	১৩০১৭৮	১৪০৬৭৬	১৫৫৪০০	১৭৮০৭৫	২৩২২০২	২৮৯৫৯৯
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৬১৩৫	২২২৭৯	২২৮৪৬	২৬৪৯৩	২২৬৯৫	২২০০০	২৩১৩৫	২৭২৫২	২৭০০০
	স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) এর শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)								
মোট রাজস্ব	১০.৩৯	১০.৮৯	১১.৬৫	১১.৬৬	১০.৭৮	১০.২৬	১০.১৬	১১.৬০	১২.৪৮
কর রাজস্ব	৮.৬৩	৮.৯৮	৯.৭৪	৯.৬৯	৯.২৮	৮.৯৮	৯.০০	১০.৩৯	১১.৪২
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৭৬	১.৯১	১.৯১	১.৯৭	১.৫০	১.২৮	১.১৬	১.২৯	১.০৬

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্ত-সার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

লেখচিত্রঃ ৪.১ রাজস্ব প্রাপ্তি (২০১৮-১৯)

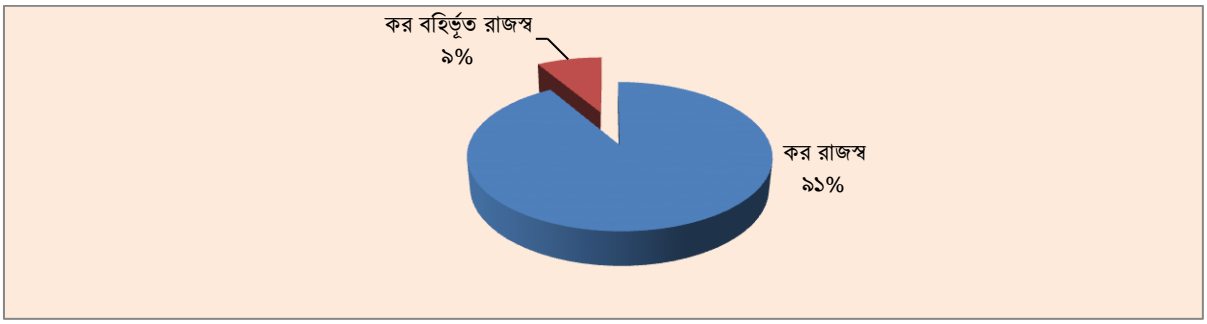

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর/পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে রাজস্ব সংগ্রহের হার একটি অন্যতম স্বীকৃত নির্ণায়ক। ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে মোট রাজস্ব-দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) অনুপাত ২০১০-১১ অর্থবছরের ১০.৩৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ ধারা কমতে থাকে। সারণি ৪.১-এর রাজস্ব আদায়ের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে আবার বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২.৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে । সারণি ৪.১ ও লেখচিত্র ৪.১ হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ ৯০ শতাংশের ওপরে আসে কর রাজস্ব হতে, যা প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে গঠিত হয়। অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয় কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাত হতে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশে কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ স্বল্পতম সময়ে অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বক্স ৪.১, ৪.২ ও ৪.৩ -এ দেয়া হলো:

বক্স ৪.১: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ কর আইন সংস্কারে নিম্নরূপ সাতটি নীতি-নির্ধারণী দর্শন গৃহীত হয় :
(১) রাজস্ব যোগান (২) সমতা ও ন্যায্যতা বিধান (৩) প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা (৪) সামাজিক দায়িত্ব পালন (৫) কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ (৬) আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা অনুসরণ এবং (৭) সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি।

উল্লিখিত নীতি সমূহের আলোকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও করনীতি প্রণীত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ কর আইন সংস্কারের ফলশ্রুতিতে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ হলো-

(ক) উন্নত বিশ্বের মতো অপরিবর্তনীয় ৩০ নভেম্বর করদিবস (Tax Day) অব্যাহত রাখা, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইতিহাসে প্রথম। রিটার্ণ দাখিলের সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে,বেশীরভাগ করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করেছেন;

(খ) করদাতা নিবন্ধনে অভাবনীয় সাফল্য পাওয়া গেছে। প্রায় ৩৩ লক্ষ করদাতা নিবন্ধন গ্রহণ করেছেন, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করেছে;

(গ) ২০১৫-১৬ করবছরে দাখিলকৃত রিটার্ণের সংখ্যা ছিল ১০.৯২ লক্ষ, ২০১৬-১৭ করবছরে তা ১৫.৫০ লক্ষ অতিক্রম করেছে। ২০১৭-১৮ করবছরে মোট রিটার্ণ দাখিলের সংখ্যা ১৯.০০ লক্ষ;

(ঘ) কর আহরণে প্রবৃদ্ধিও আগের বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আয়করে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৭.৭১ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২২.০৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

উপর্যুক্ত অর্জনসমূহকে আরও সুসংহত করা এবং আগামী দশকের মধ্যে মোট রাজস্বের কমপক্ষে ৫০ শতাংশ আয়কর খাত হতে আহরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের করনীতি সংস্কারে আগের সাতটি অনুসৃত নীতির সাথে আরো পাঁচটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে:

(১) ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা, (২) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন, (৩) ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরণ, (৪) পরিবেশ ও (৫) আয়কর সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধানের স্পষ্টীকরণ।

বর্ণিত নীতি নির্ধারণী ভিত্তির আলোকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য যে সকল আইনী পরিবর্তন আনা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- কর হার বৃদ্ধি না করে কর নেট সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির করদাতার জন্য কর হারের বিদ্যমান ধাপসমূহ অপরিবর্তিত ও এলাকা ভিত্তিক ন্যূনতম করের বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;

➢ **সমতা ও ন্যায্যতা:**

- প্রতিবন্ধী সন্তান বা পোষ্য রয়েছে এমন পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা ২৫,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে প্রত্যেক সন্তান বা পোষ্যের জন্য ৫০,০০০ টাকা করা হয়েছে;
- পাবলিকলি ট্রেডেড ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান করহার হ্রাস করে ৩৭.৫০ শতাংশ করা হয়েছে;
- নন-পাবলিকলি ট্রেডেড ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান করহার ৪২.৫০ শতাংশ হ্রাস করে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে;
- অন্যান্য কোম্পানী করদাতার বিদ্যমান করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;

➢ **ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ**

- যে সকল করদাতার নিজ নামে দুই বা ততোধিক সংখ্যক মোটরগাড়ির মালিকানা রয়েছে অথবা কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নিজ নামে মোট ৮,০০০ বর্গফুট বা তার অধিক আয়তনের গৃহসম্পত্তির মালিকানা রয়েছে সে সকল ব্যক্তি-করদাতাকে সারচার্জের আওতায় আনা হয়েছে;
- ন্যূনতম সারচার্জের বিদ্যমান একক ধাপ পরিবর্তন করে দুইটি ধাপ করা হয়েছে; নীট পরিসম্পদের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে ন্যূনতম সারচার্জ ৩,০০০ টাকা এবং ১০ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ন্যূনতম সারচার্জ ৫,০০০ টাকা করা হয়েছে;
- সিগারেট, বিড়িসহ সকল তামাকজাত পণ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক বিবেচনা করে প্রস্তুতকারী করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ আরোপের বিধান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;

➢ **প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা ও ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরণ**

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে নীটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস উৎপাদন ও রপ্তানিতে নিয়োজিত করদাতার উক্ত পণ্য রপ্তানি হতে উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হার ১২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;
- করারোপিত ডিভিডেন্ড (taxed dividend) আয় শেয়ারহোল্ডিং নিবাসী কোম্পানির নিকট বন্টিত হলে তার উপর কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- পারকুইজিট হিসেবে অনুমোদনযোগ্য ব্যয়ের সীমা ৪.৭৫ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫.৫০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে;
- অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী কন্টেইনার (মাল্টি পারপাস) এর আয়কে অনুমিত আয়করের আওতায় আনা হয়েছে;

➢ **সামাজিক দায়িত্ব**

- ডে কেয়ার হোম এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে উদ্ভূত আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- কোন চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচল/সেবা গ্রহণের জন্য বিশেষ সেবা সুবিধা না রাখলে প্রযোজ্য করের ৫ শতাংশ অতিরিক্ত কর আরোপ করা , যা ২০১৯-২০ কর বছর হতে কার্যকর হবে;

➢ **পরিবেশ সুরক্ষা**

- পরিবেশ দূষণরোধ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে পূর্ববর্তী বছরের মতো চলতি বছরেও করনীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ বিবেচনায় তৈরি পোশাক খাতের যে সকল কোম্পানি-করদাতার কারখানার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত green building certification থাকবে সে সকল কোম্পানির কর হার ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;

➢ **করনেটের আওতা সম্প্রসারণ**

- রাইড শেয়ারিং ব্যবস্থার আওতায় রাইডিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে মোটরযান মালিকগণ যে অর্থ প্রাপ্ত হন তার উপর উৎস কর আরোপ করা হয়েছে;
- ডিস্ট্রিবিউটর ফাইন্যান্সিং এর আওতায় ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলারের নিকট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার উপর ১ শতাংশ হারে উৎস কর আরোপ করা হয়েছে;
- অনিবাসী করদাতার নিকট হতে উৎসে কর্তিত করকে ন্যূনতম করদায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে;

➢ **পরিপালন**

- উৎস করের রিটার্ণ দাখিল না করলে , বেতনভোগী কর্মীদের বেতনভাতার বিবরণী দাখিল না করলে বা বেতনভোগী কর্মীদের রিটার্ণ দাখিল বিষয়ক তথ্য দাখিল না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রিটার্ণ অডিটের আওতায় আনা হয়েছে;
- কর আইনের বিভিন্ন বিধান পরিপালনের ব্যর্থতায় জরিমানার আওতা সম্প্রসারণ ও জরিমানার পরিমাণ যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে;

- **কর ব্যবস্থাপনার সংস্কার**
  - ভার্চুয়াল লেনদেনকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠান এর বাংলাদেশে অর্জিত আয়কে করের আওতায় আনার লক্ষ্যে কর আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে;
  - কর ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজ করার লক্ষ্যে ই-মেইলে নোটিশ জারির ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে;
  - বিভিন্ন দপ্তর ও এজেন্সীর নিকট যে তথ্য থাকে তা কর বিভাগের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেয়ার করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে;
  - আয়কর আপীল দায়ের সংক্রান্ত বিধান যুগোপযোগী করা হয়েছে;
  - দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য প্রযোজ্য আইনের বিধান কার্যকরের সুবিধার্থে অনিবাসী করদাতাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত উৎস কর আরোপের সনদ ইস্যু সংক্রান্ত বিধান স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে;
  - অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বের সর্বাধুনিক কর ব্যবস্থার উপযোগী সকল বিধান সংযোজিত করে একটি নতুন আয়কর আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হচ্ছে, যা ২০১৯-২০ অর্থ বছরের শুরুতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে;

বক্স ৪.২: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভ্যাট ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর খাত অন্যতম। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ভ্যাটের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১,১০,০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩২.৫৩ শতাংশ বেশি। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং উক্ত আইন ও বিধিমালার অধীন জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

- **আর্থিক সংস্কার সুশাসন কার্যক্রমঃ**

(ক) Automated এবং transparent environment এ মূল্য সংযোজন কর আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি বিধান বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে;

(খ) অনলাইনে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদানের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে স্বাচ্ছন্দ্য বাণিজ্য পরিবেশ সৃস্টির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;

(গ) সারাদেশের বড় বড় রিসোর্ট , হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Electronic Register/Point of Sale (ECR/POS) সফটওয়্যার ব্যবহারের পরিবর্তে Electronic Fiscal Device (EFD) স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;

(ঘ) ৮০ লক্ষ টাকা হতে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত টার্ণওভারের ক্ষেত্রে EFD ব্যবহার এবং তদুর্ধ্ব টার্ণওভারের ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা চালুকরণ।

- **স্থানীয়ভাবে যে সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছেঃ**

(ক) এলএনজি আমদানীর ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক ও এটিভি ;
(খ) প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবসায়ি পর্যায়ে ;
(গ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মোবাইলফোন (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে);
(ঘ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মোটরসাইকেল এবং মোটরসাইকেল পার্টস (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে);
(ঙ) সোলার প্যানেল (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে);
(চ) ট্রাভেল এজেন্সী সেবা (সেবা পর্যায়ে);
(ছ) এমএনপি সেবা (সেবা পর্যায়ে)।

- **কতিপয় পণ্য ও সেবার বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক পরিবর্তন/ বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ**

শিরোনাম সংখ্যা/এইচ এস কোড	পণ্যের বিবরণ	সম্পূরক শুল্কের বিদ্যমান হার	সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তিত হার
২২০২.৯০.০০	এনার্জি ড্রিংকস	২৫%	৩৫%
৩৩০৪.৯৯.০০	সৌন্দর্য অথবা প্রসাধন সামগ্রী এবং ত্বক পরিচর্যার প্রসাধন সামগ্রী, সানস্ক্রিন বা সানট্যান সামগ্রী, হাত , নখ বা পায়ের প্রসাধন সামগ্রী	০%	১০%
সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড	সিরামিকের বাথ টাব ও জিকুজি, শাওয়ার, শাওয়ার ট্রে	২০%	৩০%
সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড	পলিথিনের তৈরী সকল ধরনের পলিথিন ব্যাগ, প্লাস্টিক ব্যাগ ও মোড়ক সামগ্রী	০%	৫%

- **জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও শুল্ক হার বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ**

(ক) সিগারেটঃ

পূর্বের মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	পূর্বের করভার	বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	বিদ্যমান করভার (সম্পূরক শুল্ক হার)
২৭.০০ টাকা	৫২%	৩৫.০০ টাকা	৫৫%
৪৫.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৩%	৪৮.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%
৭০.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%	৭৫.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%

(খ) বিড়ির ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

পণ্যের বিবরণ	পূর্বের ট্যারিফ মূল্য ও একক	বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য	সম্পূরক শুল্ক হার
যন্ত্রের সাহায্য ব্যাতত হাতে তৈর বিড়ি (ফিল্টার সংযুক্ত)	৬.০০ টাকা (১০ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	৭.৫০ টাকা	**৩৫**
	১২.০০ টাকা (২০ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	১৫.০০ টাকা	**৩৫**

- **তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য গৃহীত কার্যক্রমঃ**

(ক) কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, কম্পিউটার মডেম, সফটওয়্যার ইত্যাদির (উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে) ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান;

(খ) 'ইন্টারনেট সেবা দানকারি' সংস্থার মূল্য সংযোজন কর এর ১৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন/সংশোধনী আনা হয়েছে:**

(ক) Photovoltic cells এর আমদানি পর্যায়ে এটিভি মওকুফ করা হয়েছে;

(খ) আমদানিকৃত সেলুলার মোবাইল টেলিফোন সেট এর মূল্য ভিত্তির উপর ১ শতাংশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ এর পরিবর্তে ২ শতাংশ নির্ধারন করা হয়েছে;

(গ) দেশীয় ভারী প্রযুক্তিগত শিল্পের বিকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাণিজ্যের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও এয়াকন্ডিশনার এর ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ ;

(ঘ) শতভাগ রপ্তানি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শুধুমাত্র রপ্তানি পণ্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কল্যাণ ও বিনোদন সংক্রান্ত ব্যয়, যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা , ল্যাবরেটরি টেস্ট চার্জ এই চারটি সেবার ক্ষেত্রে নতুন করে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

বক্স ৪.৩: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুল্ক ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিদ্যমান ছয় ধরনের ০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% ও ২৫% আমদানি শুল্ক হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- বিদ্যমান ১১ স্তরের ১০%, ২০%, ৩০%, ৪০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩৫০%, ৫০০% সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক হার ২৫% প্রযোজ্য রয়েছে এমন প্রায় সকল পণ্যে ৩% রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করা হয়েছে;
- কৃষিকাজের জন্য অত্যাবশ্যক বিভিন্ন উপকরণ (যেমন-সার, বীজ, কীটনাশক), অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য (যেমন-ডাল, গম, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ) এবং জীবন রক্ষাকারী ঔষধ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক মওকুফ সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে;
- ধান চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে চাল আমদানির উপর ২৫% কাস্টমস ডিউটি এবং ২% রেগুলেটরি ডিউটি নির্ধারণ করা হয়েছে;
- দেশে উৎপাদিত হয় এমন সফটওয়্যারের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- সফটওয়্যার আমদানি শুল্ক কর যৌক্তিকীকরণ বিষয়ে এইচএস কোড সমূহের পরিবর্তন করা হয়েছে ও বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- মোবাইল, ল্যাপটপ,কম্পিউটার, পিবিসিসহ আনুসংগিক ডিজিটাল পণ্য এর স্থানীয় সংযোজন ও উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ খাতের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য উপকরণ আমদানিতে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে শুল্ক কর রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- সেলুলার ফোন উৎপাদন সংযোজনকে প্রণোদনা প্রদানের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রদত্ত সুবিধা যুগোপযোগী করা হয়েছে;
- দেশে মোটরসাইকেল শিল্পের বিকাশের স্বার্থে প্রগতিশীল উৎপাদন পরিকল্পনার আওতায় আমদানিতব্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ শর্তসাপেক্ষে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে;
- দেশীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে এর কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে শুল্ক হার ৫% ও ১৫% নির্ধারণ করা হয়েছে;
- জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব হাইব্রিড গাড়ীকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে নতুন ও রি-কন্ডিশন্ড উভয় প্রকার হাইব্রিড গাড়ির সম্পূরক শুল্ক হার হ্রাস করা হয়েছে;
- ট্যারিফ সংস্কার, ডিজিটালাইজেশনসহ নানামুখি আধুনিকায়ন পদক্ষেপের পাশাপাশি শুল্কায়নের ভিত্তি হিসাবে যাচাই ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানীতব্য বেশকিছু বাণিজ্যিক পণ্যের উপর ন্যূনতম মূল্য ধার্য করে গত অর্থবছরে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে;
- টেক্সটাইল সেক্টরের জন্য জারিকৃত রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সুষম ও যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে;
- ক্যান্সার নিরোধক ঔষধ প্রস্তুতের জন্য কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;
- ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ফার্মাসিউটিক্যালস সেক্টরকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে রেয়াতি সুবিধা যৌক্তিকীকরণের জন্য হেপাটাইটিস-সি রোগের কতিপয় ঔষধ Daclatasvir HCL এবং Velpatasvir কে এইচ এস কোড ২৯৪২.০০.১০ এ উক্ত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- ঔষধের সক্রিয় কাঁচামাল (Active Pharmaceuticals Ingredients) উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- ইলেকট্রনিক সীল ও লক সেবা বিধিমালা,২০১৭ এর মেয়াদ শেষ হওয়ায় আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে নিরাপত্তা বিধান, রাজস্ব সুরক্ষা, ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট বাণিজ্যে রাজস্ব সুরক্ষার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সুসংসহতকরণ এর স্বার্থে ইলেকট্রনিক সীল ও লক সেবা বিধিমালা,২০১৮ জারি করা হয়েছে;
- মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে নতুন এইচএস কোড সৃজনসহ বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সংশোধন করা হয়েছে;
- আমদানি/রপ্তানির ক্ষেত্রে পেপারলেস শুল্কায়ন ব্যবস্থা প্রচলনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;
- Customs Act,1969 এর পরিবর্তে মাতৃভাষা বাংলায় আধুনিক যুগোপযোগী কাস্টমস আইন,২০১৯ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় ২,৯৬,২০১.০০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তবে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২,৮০,০০০.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,১৬,৮২৫.৭৫ কোটি টাকা (যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৪২ শতাংশ)। এ সময়ে এনবিআর কতৃর্ক কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ শতাংশ। খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়সহ)। মোট রাজস্ব সংগ্রহে আয়করও বর্ধিত অবদান রাখছে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক প্রবণতা। অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে এ দুটি খাতে আরো গতি সঞ্চার হবে মর্মে আশা করা যায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ২,২৫,০০০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ২,০৬,৪০৭.২৫ কোটি টাকা (৯১.৭৩ শতাংশ) অর্জিত হয়েছে। সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.২-এ ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.২ঃ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
আমদানি শুল্ক	১৩৫৭৫.৮৭	১৫৩৪৯.৮৫	১৮০১৬.৫৮	২১০৬৯.১৯	২৪৫০২.১২	১৩৯১৯.০৪
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	১৫২৯১.৩০	১৭৬৯০.৪৭	২০৫৮৩.৮৬	২৫৫৬১.০৯	২৯৩৬৭.৭৬	১৮৪৩৩.৫২
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৪৩৩৫.৭৭	৫২৫২.৪২	৬৫৬০.২০	৭৬২৮.৮৯	৭৯১২.২৩	৪৩৫৫.২৮
রপ্তানি শুল্ক	৪১.৯৮	৪০.৬৩	৩২.৭৫	২২.৭০	৩৫.৭৭	৩৪.৫১
উপ মোট	**৩৩২৪৪.৯২**	**৩৮৩৩৩.৩৭**	**৪৫১৯৩.৩৯**	**৫৪২৮১.৮৭**	**৬১৮১৭.৮৮**	**৩৬৭৭২.৩৫**
আবগারী শুল্ক	৮২২.৩৯	৯৬০.৩৮	১৫৮২.০৩	১৭৯০.৫১	২০৮০.৩৪	১৫৭৩.৭৫
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	২৯২৫২.১১	৩২২৯০.১৩	৩৪৮৬২.৮২	৩৮২৮৭.৭৬	৪৭১৭১.৮০	২৮৮৮০.৭৫
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৩৬৪৭.১৯	১৫৭৫৮.৩১	১৯৬৩০.৯৬	২৩৪৮১.৭০	২৯৬৩৯.১৫	১৫৫৬৭.৫২
টার্ণ ওভার ট্যাক্স	৪.৭২	৪.৭১	৪.৮৫	২.৪৫	২.৮৯	১.৩৭
উপ মোট	**৪৩৭২৬.৪১**	**৪৯০১৩.৫৩**	**৫৬০৮০.৬৬**	**৬৩৫৬২.৪২**	**৭৮৮৯৪.১৮**	**৪৬০২৩.৩৯**
মোট পরোক্ষ কর	**৭৬৯৭১.৩৩**	**৮৭৩৪৬.৯০**	**১০১২৭৪.০৫**	**১১৭৮৪৪.২৯**	**১৪০৭১২.০৬**	**৮২৭৯৫.৭৪**
আয়কর	৪৩২০৭.২৭	৪৭৪৭৭.৪০	৫১৩২৮.৯২	৫২৭৫৪.৯৩	৬৪৫৪৮.২৬	৩৩৩৬১.৬৬
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৬৪১.২৫	৮৭৬.৪০	১০১৮.৩৭	১০৫৭.২২	১১৪৬.৯৩	৬৬৮.৩৫
মোট প্রত্যক্ষ কর	**৪৩৪৮৪.৫২**	**৪৮৩৫৩.৮০**	**৫২৩৪৭.৩০**	**৫৩৮১২.১৫**	**৬৫৬৯৫.১৯**	**৩৪০৩০.০১**
সর্বমোট	**১২০৮১৯.৮৫**	**১৩৫৭০০.৭০**	**১৫৩৬২১.৩৪**	**১৭১৬৫৬.৪৪**	**২০৬৪০৭.২৫**	**১১৬৮২৫.৭৫**
এনবিআর রাজস্বে পরোক্ষ কর (%)	**৬৩.৭১**	**৬৪.৩৭**	**৬৫.৯৩**	**৬৮.৬৫**	**৬৮.১৭**	**৭০.৮৭**
এনবিআর রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর (%)	**৩৬.২৯**	**৩৫.৬৩**	**৩৪.০৭**	**৩১.৩৫**	**৩১.৮৩**	**২৯.১৩**

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। * জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.২: খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র (%)

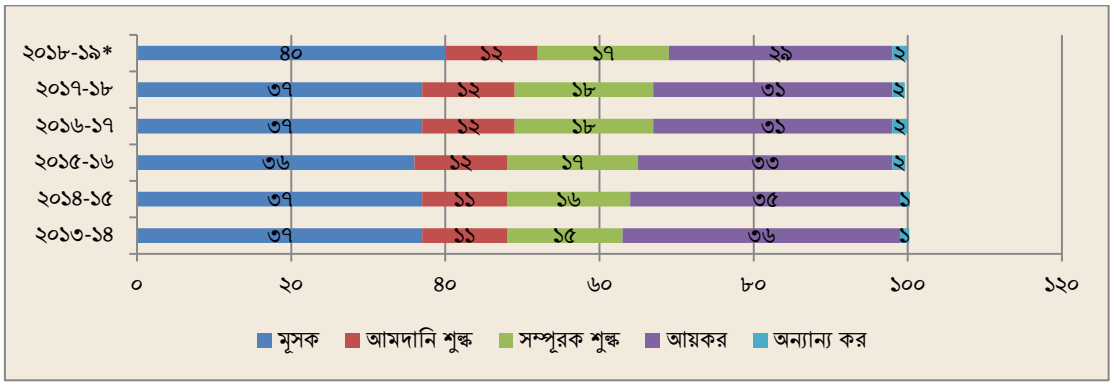

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। *জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.২ হতে দেখা যাচ্ছে যে, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এবং আয়কর রাজস্ব আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বরাবরের মতো মূল্য সংযোজন কর শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এনবিআর রাজস্বের ৪০ শতাংশ এ উৎস হতে আহরিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে এনবিআর রাজস্বে এ খাতের অবদান ৩৬-৩৭ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। রাজস্ব আয়ে আয়করের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আয়কর খাত হতে রাজস্ব আয়ের হার ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৩৬ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩১ শতাংশ হয়েছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এ হার প্রায় ২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আয়কর আহরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছরে ৬৪-৭০ শতাংশ রাজস্ব আহরিত হচ্ছে পরোক্ষ উৎস হতে।

সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। চলতি অর্থবছর এবং বিগত অর্থবছরসমূহে সরকারের অনুন্নয়নমূলক ব্যয়, উন্নয়নমূলক ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় এবং জিডিপি'র শতকরা হিসেবে তাদের অনুপাত লেখচিত্র ৪.৩ ও সারণি ৪.৩ -এ দেখানো হলো:

লেখচিত্রঃ ৪.৩: সরকারি ব্যয়

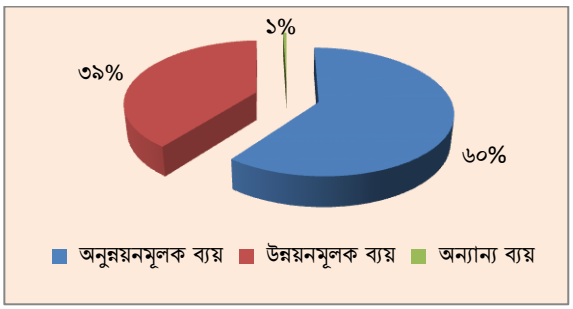

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
*২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

সারণি ৪.৩ঃ সরকারি ব্যয় (কোটি টাকায়)

	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	১৩৪৯০৭	১৪৯৩৯৯	১৫৬৫৯২	১৭৫৮৪৯	২১০৫৭৮	২৬৬৯২৬
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৬৫১৪৫	৮০৪৭৬	৮১৪০৭	৮৮০৯০	১৫৩৬৮৮	১৭৩৪৪৯
(গ) অন্যান্য ব্যয়	১৬১৭০	৯৭৯৩	২১৭	৫৫৬০	৭২২৯	২১৬৬
মোট সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	২১৬৬২২	২৩৯৬৬৮	২৬৪৫৬৪	২৬৯৪৯৯	৩৭১৪৯৫	৪৪২৫৪১
	জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)					
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	১০.০৪	৯.৮৬	৯.৪৬	৮.৮৬	৯.১০	১১.১২
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৪.৮৫	৫.৩১	৫.৫৪	৪.৩৩	৬.৮৭	৭.০৭
(গ) অন্যান্য ব্যয়	১.২০	০.৬৫	০.২৯	০.১৮	০.৩২	০.০৯
মোট সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৬.১২	১৫.৮১	১৫.৩০	১৩.৫৬	১৬.৬১	১৮.৩০

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ ও ব্যয়

দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার প্রতিবছর স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র আকার সর্বমোট ১,৭৬,৬১৯.৭১ কোটি টাকা (সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নসহ) যার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ১,২৪,৯৫৯.৭১ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৫১,৬৬০.০০ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দসহ সর্বমোট ১,৯১৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,৬২৯টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৫৪টি, জেডিসিএফ অর্থায়নকৃত প্রকল্প ২টি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ১৩১টি প্রকল্প। সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যেখানে নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতিত প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১,৫৫১টি সেখানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতিত প্রকল্প সংখ্যা হলো ১,৭৮৫টি।

সারণি ৪.৪ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা (মূল এডিপি)	এডিপি বরাদ্দ			প্রকল্প সংখ্যা (আরএডিপি)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয় (সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ব্যয় %)		
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট (%)	টাকা (%)	প্রঃ সাঃ (%)
২০১৮-১৯*	১৫১১	১৭৩০০০	১১৩০০০	৬০০০০	১৭৮৫	১৬৭০০০	১১৬০০০	৫১০০০	৭০৭৭২ (৪২%)	৪২৯৭৯ (৩৭%)	২৪২২৫ (৪৮%)
২০১৭-১৮	১৩০৮	১৬৪০৮৫	৯৬৩৩১	৫৭০০০	১৫৫১	১৪৮৩৮১	৯৬৩৩১	৫২০৫০	১৪১৪৯২ (৯৫%)	৮৯১৫৫ (৯৩%)	৫২৩৩৭ (১০০.৫%)
২০১৬-১৭	১১২৩	১১০৭০০	৭০৭০০	৪০০০০	১৪১৫	১১০৭০০	৭৭৭০০	৩৩০০০	১০০৮৪০ (৯১%)	৭২৪১০ (৯৩%)	২৮৪৩০ (৮৬%)
২০১৫-১৬	৯৯৯	৯৭০০০	৬২৫০০	৩৪৫০০	১৩১৫	৯১০০০	৬১৮৪০	২৯১৬০	৮৩৫৮১ (৯২%)	৫৮৩৫৭ (৯৪%)	২৫২২৪ (৮৭%)
২০১৪-১৫	১০৩৪	৮০৩১৫	৫২৬১৫	২৭৭৭০	১২০৪	৭৫০০০	৫০১০০	২৪৯০০	৬৮৫২৪ (৯১%)	৪৬০৮০ (৯২%)	২২৪৪৪ (৯০%)
২০১৩-১৪	১০৪৬	৬৫৮৭০	৪১৩০৭	২৪৫৬৩	১২৫৪	৬০০০০	৩৮৮০০	২১২০০	৫৬৭৪৭ (৯৫%)	৩৮০৫১ (৯৮%)	১৮৬৯৬ (৮৮%)

উৎসঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি। **নোটঃ** এডিপির হিসাব সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত * ব্যয় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৬০,০০০ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬৭,০০০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়কালে প্রকল্প সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে বাস্তবায়ন হারেও বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র বাস্তবায়নের হার ৯৫ শতাংশ হয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন হার ৪২ শতাংশ ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দের গঠনবিন্যাস

খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহণ খাতে বর্ধিত বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়েছে। একইভাবে আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। নিচের সারণি ৪.৫ ও লেখচিত্র ৪.৪ এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি সংশোধিত বরাদ্দের গঠন বিন্যাস দেখানো হলোঃ

সারণি ৪.৫ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	
সেক্টর	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
১. কৃষি	৩৫১১.৭৬	৫.৮৫	৪১৪৭.২৩	৫.৩৩	৪৪১০.০৫	৪.৮৫	৫৭৪১.৬০	৫.১৯	৫২৮৩.৫২	৩.৫৬	৬৯১৮.২৪	৪.১৪
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৬৯৭৭.১৫	১১.৬৩	৭৮৪০.০৯	১০.০৭	৯০৪৬.১৩	৯.৯৪	১০৭৬১.৪৩	৯.৭২	১৬৭২২.০০	১১.২৭	১৫১৫৪.২৫	৯.০৭
৩. পানি সম্পদ	১৮৮৯.৩৮	৩.১৫	২০৩৫.৯২	২.৬২	২৬০৯.৪৯	২.৮৭	৩৩৪২.১১	৩.০২	৪১৪৭.৩১	২.৮০	৫০০০.৮৭	২.৯৯
৪. শিল্প	২৭২৭.১৪	৪.৫৫	১৮৬৩.০০	২.৩৯	১৭১১.৩৫	১.৮৮	৯৭৪.১২	০.৮৮	১৫৬৩.৫৫	১.০৫	২০৪৬.২৭	১.২৩
৫. বিদ্যুৎ	৮০৬৬.১১	১৩.৪৪	৮২২৩.৭১	১০.৫৬	১৫৪৭৮.২১	১৭.০১	১৩৪৪৭.৫৭	১২.১৫	২২৩৪০.৩২	১৫.০৬	২৩২২৫.৩৬	১৩.৯১
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১৯১২.৬৬	৩.১৯	২২০৯.৩৩	১.৩৮	১০৬৮.১৭	১.১৭	১০৬৭.৮৭	০.৯৬	১৩৪৬.৪৮	০.৯১	২২০৯.১২	১.৩২
৭. পরিবহণ	১০২৯৫.১৩	১৭.১৬	১৭৩৬১.৯০	২২.৩০	১৯৫১২.১৩	২১.১১	২৭৩৬০.২৩	২৪.৭২	৩৭৫১৩.২২	২৫.২৮	৩৮০৯৯.৫৮	২২.৮১
৮. যোগাযোগ	৭৮৬.৬৭	১.৩১	১০০৩.৫৮	১.২৯	১৪৩৪.৮২	১.৫৮	১৯১৫.৭৯	১.৭৩	৯৩৭.৪৪	০.৬৩	২০২১.০১	১.২১
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৫৩৮৩.৩৫	৮.৯৭	৭১৯৪.২৭	৯.২৪	১১০৯২.৩৮	১২.১৯	১৪৩৯১.১৭	১৩.০০	১৫১৪৬.৮৩	১০.২১	২০৩৭১.৮৪	১২.২০
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	৭৯৯৪.৭৪	১৩.৩২	৯০২৬.৬৫	১১.৬০	১০১০১.৭৪	১১.১০	১২৮৪৫.৯৭	১১.৬০	১৪১৮৬.৫৬	৯.৫৬	১৫৪৬৮.৬৫	৯.২৬
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২৬৫.৯২	০.৪৪	১৬৬.৯২	০.২১	২৬১.০০	০.২৯	২১৪.১৯	০.২৮	৩১৮.৬১	০.২১	৬৫৩.৬৬	০.৩৯
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৪২১৯.৭৯	৭.০৩	৫০৪১.৬১	৬.৪৮	৫৫৫৬.৪৭	৬.১১	৫৬৫৫.৩৩	৫.১১	৯৬০৭.৫১	৬.৪৭	১০৯০২.০৭	৬.৫৩

অর্থবছর	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	
সেক্টর	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**
১৩. গণসংযোগ	১১১.৯	০.১৯	১০৯.৯৫	০.১৪	১১৭.৯৮	০.১৩	১৭৬.০০	০.১৬	২১৯.৬৫	০.১৫	২৫০.৩৯	০.১৫
১৪.সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৪৫১.৩১	০.৭৫	৪০৯.০৪	০.৫৩	৪২৪.৪৮	০.৪৭	৩৪৭.১৯	০.৩১	৪৩১.৮৬	০.২৯	৬৪৯.৭১	০.৩৯
১৫. জন প্রশাসন	১৩৭১.২৭	২.২৯	১৭০৩.৩৫	২.১৯	২৩২৭.৪৩	২.৫৬	২৩৬১.১৫	২.১২	২১১৮.৯১	১.৪৩	৪৯৬৪.৩০	২.৯৭
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৫৫৯.০৩	২.৬০	৪৬২৮.৮২	৫.৯৫	১৮০৮.৩৮	১.৯৯	৫৪৭২.০৪	৪.৯৪	১২৫৯৩.১৮	৮.৪৯	১৩৩৫৩.৬৩	৮.০০
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৩৫৪.৪	০.৫৯	৫১১.১০	০.৬৬	৪২১.২৯	০.৪৬	৪৫০.৭৭	০.৪১	৩৫৬.২৫	০.২৪	৪৬৪.৩০	০.২৮
থোক/বরাদ্দ	**২১২২.২৯**	**৩.৫৪**	**২৬৫০.৪৩**	**৩.৪০**	**৩৯১৮.৫০**	**৪.৩১**	**৪০৯২.০৭**	**৩.৭০**	**৩৫৪৭.৮০**	**২.৩৯**	**৫২৪৬.৭৫**	**৩.১৪**
সর্বমোট বরাদ্দ	**৬০০০০**	**১০০**	**৭৫০০০**	**১০০**	**৯১০০০**	**১০০**	**১১০৭০০**	**১০০**	**১৪৮৩৮১**	**১০০**	**১৬৭০০০**	**১০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

লেখচিত্রঃ ৪.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

কোটি টাকা

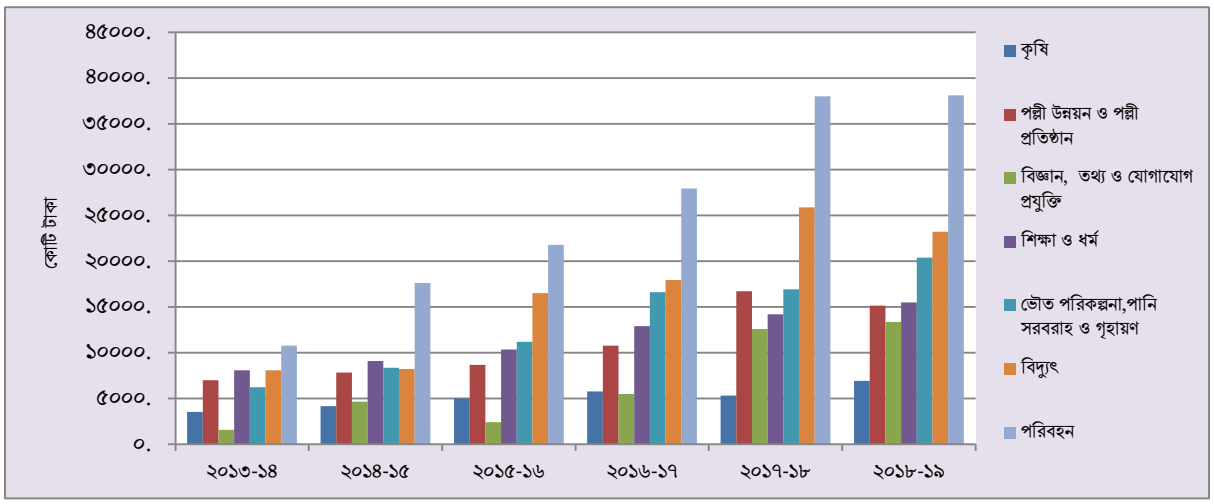

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

সারণি ৪.৫ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপিতে সেক্টর ভিত্তিক সংশোধিত বরাদ্দের ধারায় এডিপি'র ১৭টি সেক্টরের মধ্যে পরিবহন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও ধর্ম, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টর, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টর এবং কৃষি সেক্টরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিগত ৬টি অর্থবছরের এডিপিতে পরিবহন সেক্টরে ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ করে 'পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ' কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করায় ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে ২,৬৫৬.০০ কোটি টাকা, 'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে'র অনুকূলে ৩,২৯০.৫৫ কোটি টাকা এবং পরিবহন সেক্টরে ৩য় গুরুত্বপূর্ণ 'ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' এর অনুকূলে ২,৪৮৮.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় পরিবহন সেক্টরে সর্বোচ্চ ৩৮,০৯৯.৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যা এ অর্থবছরে মোট আরএডিপি বরাদ্দের ২২.৮১ শতাংশ। বিদ্যুৎ সেক্টরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখায় ও এ সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্প - 'মাতারবাড়ি আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প' এ ২,৮২৭.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সেক্টরে বরাদ্দ বৃদ্ধি পায় ২৩,২২৫.৩৬ কোটি টাকায়, যা সংশোধিত এডিপি'র ১৩.৯১ শতাংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ' প্রকল্প সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ১১,৩১৩.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় এ সেক্টরে মোট ১৩,৩৫৩.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যা মোট

আরএডিপি বরাদ্দের ৮.০০ শতাংশ। ভৌত অবকাঠামো , পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ৩য় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয় , আরএডিপি বরাদ্দের ১২.২০ শতাংশ। শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে গত ৫ বছরের মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দের হার সর্বোচ্চ যা আরএডিপি বরাদ্দের ৯.৬১ শতাংশ। গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ১৫,১৫৪.১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের ৯.০৭ শতাংশ ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

সাম্প্রতিক পাঁচ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) র আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও এডিপিতে গড়ে প্রায় ৬৬ শতাংশের বেশি সম্পদ যোগান দেয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সারণি ৪.৬ -এ বিগত কয়েক বছরের এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.৬ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
এডিপি	৬০০০০	৭৫০০০	৯১০০০	১১০৭০০	১৪৮৩৮১	১৬৭০০০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৩৮৮০০	৫০১০০	৬১৮৪০	৭৭৭০০	৯৬৩৩১	১১৬০০০
এডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৬৪.৬৭	৬৬.৮০	৬৭.৯৫	৫৫.৮৬	৬৪.৯২	৬৯.৪৬

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। **নোটঃ** উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ যোগান ছিল ৬৪.৬৭ শতাংশ, পরবর্তী দুই অর্থবছরে এ হার বৃদ্ধি পেলেও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান কমে ৫৫.৮৬ শতাংশ হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয় ৬৯.৪৬ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকল্পে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনাকে আইনী কাঠামোয় পরিচালনার জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) আওতাধীন সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এপ্রিল ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিটিইউ প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন (পিপিআর)-২০০৩ জারি করা হয়। অতঃপর অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (পিপিএ)-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর)-২০০৮ জারি করা হয়। পিপিআর-২০০৮ এর আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আইএমইডি'র অধীনে সিপিটিইউ এর তত্ত্বাবধানে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর উপর ভিত্তি করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং দ্রুততম সময়ে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়টিকে অন-লাইনে সম্পাদন করার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা ২ জুন ২০১১ সালে প্রবর্তন করা হয় । বাংলাদেশে সরকারি ক্রয়ে অনলাইন পদ্ধতি শুরু হয়। ই-জিপি সেবা সার্বক্ষণিক চালু রাখার নিমিত্ত ২৪/৭ হেল্প ডেস্ক চালু রাখা হয়েছে।

ই-জিপি সিস্টেম এর আওতায় ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১,৩৩৩টি ক্রয়কারী সংস্থার মধ্যে ১,২৯১টি সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সঙ্গে ৫৫,২২১ জন দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে। ই-জিপি সিস্টেমে ২,৪৮,০০৭টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ১,৪৩,১৪৪টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ই-জিপি প্রক্রিয়ায় ৪৬টি ব্যাংকের ৪,১১৭টি শাখাকে ইতোমধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে। e-tendering-কার্যক্রমের জন্য ব্যাংকসহ বিভিন্ন ক্রয়কারী সংস্থা ও দপ্তরের ১৪,৯৮৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে ২৫,৩৮৫ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে (৩ সপ্তাহ, ১ সপ্তাহ, ৩দিন, ১ দিন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং আইনী কাঠামোর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-কে 'বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ)' হিসেবে পুনর্গঠনের প্রস্তাব ২ মার্চ ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি আইন, ২০১৯ এবং 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৯' অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পণ্য, কার্য ও সেবার আয়ুষ্কালের (Whole Life) ভিত্তিতে অর্থের অর্থমূল্য (Value for Money) নিশ্চিতকল্পে পিপিএ-২০০৬ এর সংশোধন প্রস্তাবে টেকসই সরকারি ক্রয় (Sustainable Public Procurement) এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে প্রস্তাবিত সংশোধনে সরকারের অব্যবহৃত বা ব্যবহার অযোগ্য সম্পদ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিষ্পত্তি নীতি (Disposal Policy), বিপরীত নিলাম (Reverse Auction) এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা ক্রয়ে গুণগতমান ভিত্তিক (Quality Based Selection)- বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে Disposal Policy ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

'বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯'-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। সারণি ৪.৭ ও লেখচিত্র ৪.৫-এ বিগত কয়েক বছরের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৪.৭: জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৪.৪০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৪.৮০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদানসহ)	-৪.০০	-৪.৫০	-৪.৭০	-৪.৮০	-৪.৮০	-৫.০০
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.০৫	৩.৬১	৩.৫৯	৩.৫৩	২.৯৬	৩.১০
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)	০.৯৪	১.০৫	১.৫৬	১.২২	১.৮৫	১.৭০
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদানসহ)	১.৩৮	১.৪২	১.৮৫	১.৪৬	২.০৫	১.৮০

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক; জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

*অর্থ বিভাগের iBAS^{++} এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত ব্যয় অনুযায়ী , ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপির শতকরা হারে সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩.৫৪ , ৩.৮১, ৩.৭৭ ৩.৩৯ ও ৫.৪ শতাংশ।

লেখচিত্রঃ ৪.৫ জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

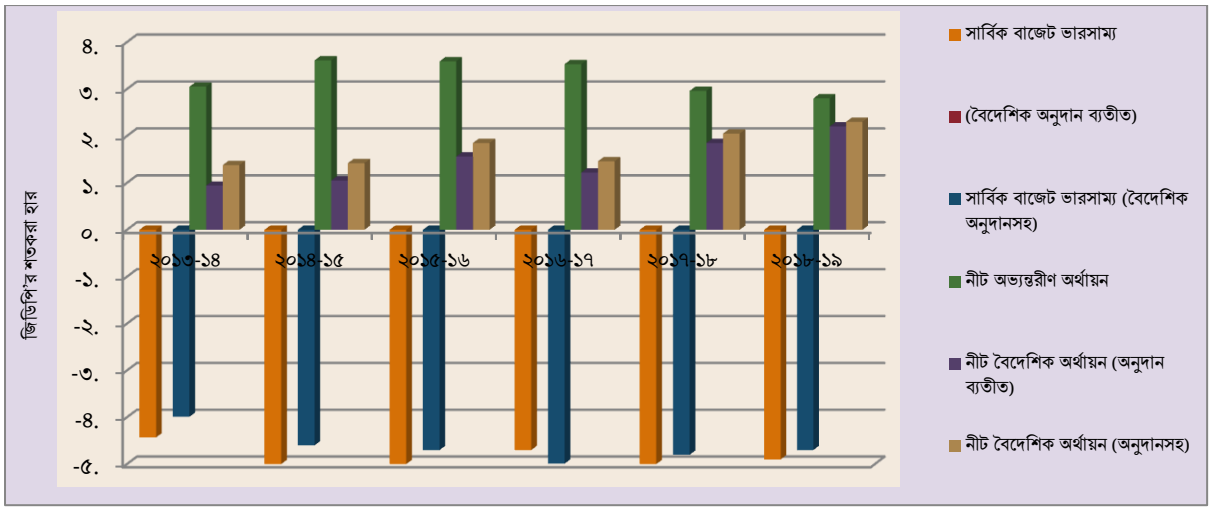

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত সার্বিক বাজেট ঘাটতি ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত মোট ঋণের পরিমাণ (নীট) দাঁড়ায় ৪৪,৬২৪.৩০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ২.০০ শতাংশ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণের (নীট) পরিমাণ ছিল ২,৮৬৬.৪০ কোটি টাকা এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ (সঞ্চয় অধিদপ্তরের স্কীমসহ) ৪৭,৪৯০.৭০ কোটি টাকা ছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে নীট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৬,০২৫.৫০ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার গৃহীত ঋণের গতিধারা লেখচিত্র ৪.৬ এবং সারণি-৪.৮ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৪.৮: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০১৩-১৪	-১৭৪৯৭.৭	২৪৭০৪.৯	৭২০৭.২	১৫৩৪৪.৩	২২৫৫১.৫	১.৭
২০১৪-১৫	-১৮২১.৯	৬৮৩৯.৪	-৮৬৬১.৩	৩৪৯৮০.৩	২৬০১৯.০	১.৭
২০১৫-১৬	১২৫৪৮.৭	-৯৭৩৩.৯	২৮১৪.৮	৩৪২০৬.০	৩৭০২০.৮	২.০
২০১৬-১৭	-৫২০.২	-১৭৮৮৪.৮	-১৮৪০৫.০	৫৩৬৮৯.২	৩৫২৮৪.২	১.৮
২০১৭-১৮	৯৬১৯.৩	-১২৪৮৫.৭	-২৮৬৬.৪	৪৭৪৯০.৭	৪৪৬২৪.৩	২.০
২০১৮-১৯*	-৯১১৬.৯	৭৩৮২.৭	-১৭৩৪.২	৩৭৭৫৯.৭	৩৬০২৫.৫	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.৬: অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণ

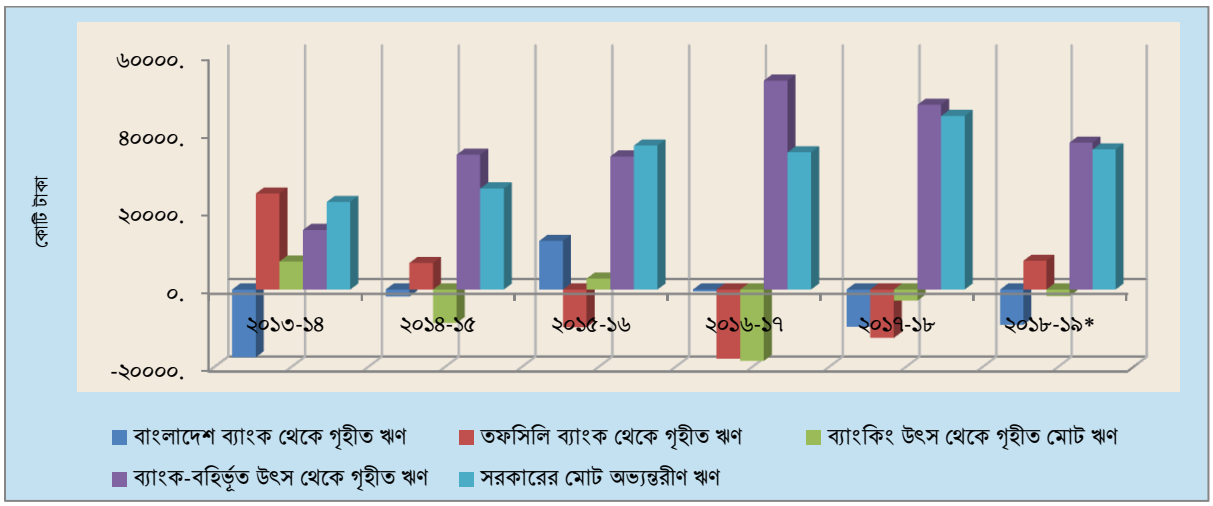

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরসমূহের বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা ক্রমহ্রাসমান হলেও অংকের দিক বিবেচনায় বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে । এ সময়কালে বিভিন্ন অর্থবছরে ঋণ ও অনুদানের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এতে করে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নীট সম্পদের প্রবাহের বৃদ্ধির গতিও শ্লথ, এমনকি মাঝে-মধ্যে হ্রাসও পাচ্ছে। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ সারণি ৪.৯ -এ সন্নিবেশ করা হলোঃ

সারণি ৪.৯ঃ বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
১	২	৩	৪(=২+৩)	৫	৬	৭(=৫+৬)	৮(=৪-৬)	৯(=৪-৭)
২০১৩-১৪	৬৮০	২৪০৪	৩০৮৪	২০৬	১০৮৮	১২৯৪	১৯৯৭	১৭৯০
২০১৪-১৫	৫৭১	২৪৭২	৩০৪৩	১৮৮	৯০৯	১০৯৭	২১৩৪	১৯৪৬
২০১৫-১৬	৫৩১	৩০৩৩	৩৫৬৪	২০২	৮৪৯	১০৫১	২৭১৫	২৫১৩
২০১৬-১৭	৪৫৯	৩২১৮	৩৬৭৭	২২৯	৮৯৪	১১২৩	২৭৮৩	২৫৫৪
২০১৭-১৮	৩৮৩	৫৯৮৭	৬৩৭০	২৯৯	১১১০	১৪০৯	৫২৬০	৪৯৬১
২০১৮-১৯*	১৭৩	৩৯০৬	৪০৭৯	২৪১	৭৪৯	৯৯০	৩৩৩০	৩০৮৯

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ৬,৩৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রাপ্তি ৩,৬৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৭৩ শতাংশ বেশি। 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ' প্রকল্পের জন্য রাশিয়া হতে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তার কারণে এই বৃদ্ধি ঘটেছে এবং এটি অব্যাহত থাকবে। এ সময়ে দায় পরিশোধ ছিল ১,৪০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দায় পরিশোধের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কম। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া গেছে সে বিবেচনায় অর্থবছরের শেষে বৈদেশিক সম্পদের নীট প্রবাহ বাড়তে পারে।

লেখচিত্রঃ ৪.৭ বৈদেশিক সহায়তার গতিধারা

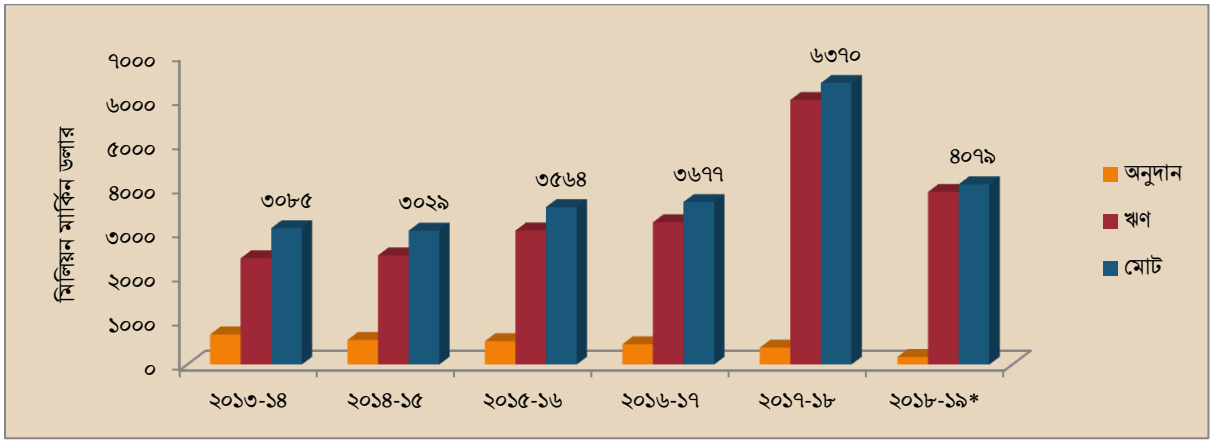

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

সারণি ৪.১০: এক নজরে বাজেট

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
রাজস্ব প্রাপ্তি (বিবরণী-১)	**৩,১৬,৫৯৯**	**৩,৩৯,২৮০**	**২,১৬,৫৫৭**
করসমূহ	২,৮৯,৫৯৯	৩,০৫,৯২৮	১,৯৪,৩২৭
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ	২,৮০,০০০	২,৯৬,২০১	১,৮৭,১০৩
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	৯,৬০০	৯,৭২৭	৭,২২৪
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২৭,০০০	৩৩,৩৫২	২২,২৩১
বৈদেশিক অনুদান	**৩,৭৮৭**	**৪,০৫১**	**৮৬৮**
মোট প্রাপ্তি	**৩,২০৩৮৬**	**৩,৪৩,৩৩১**	**২,১৭,৪২৫**
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	২,৬৬,৯২৬	২,৮২,৪১৫	১,৯১,৪৭৩
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	২,৪৭,৯৪৫	২,৫১,৬৬৮	১,৭৮,৮৭৯
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৪৫,২৭৮	৪৮,৩৭৭	৩৮,১৬০
বৈদেশিক ঋণের সুদ	৩,৪৬৭	২,৯৬৩	৩,৬০৫
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়/২	১৮,৯৮১	৩০,৭৪৭	১২,৫৯৩
খাদ্য হিসাব/৩	**২৮২**	**৩৬৫**	**৬,৯৯৪**
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)/৪	**১,৮৮৪**	**২,১২৪**	**১,৪৩০**
উন্নয়নমূলক ব্যয়	**১,৭৩,৪৪৯**	**১,৭৯,৬৬৯**	**১,২২,১৫৪**
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি/৫	২৯৯	৩২৭	১৪১
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প	৪,১৪৩	৪,৩৬৫	১,৪৯৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/৬	১,৬৭,০০০	১,৭৩,০০০	১,১৯,৫৩৮
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহির্ভূত) ও স্থানান্তর/৭	২,০০৮	১,৯৭৮	৯৮০
মোট-ব্যয়	**৪,৪২,৫৪১**	**৪,৬৪,৫৭৩**	**৩,২২,০৫১**
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	-১,২২,১৫৫	-১,২১,২৪২	-১,০৪,৬২৬
(জিডিপির শতকরা হার)	-৪.৮	-৪.৭	-৫.৩
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-১,২৫,৯৪২	-১,২৫,২৯৩	-১,০৫,৪৯৪
(জিডিপির শতকরা হার)	-৫.০	-৪.৯	-৫.৪
বৈদেশিক ঋণ-নীট	**৪৩,৩৯৭**	**৫০,০১৬**	**২৫,৬২১**
বৈদেশিক ঋণ	৫৩,৮৮৩	৬০,৫৮৫	৩৩,১৩২
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-১০,৪৮৬	-১০,৫৬৯	-৭,৫১২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৭৮,৭৫৮**	**৭১,২২৬**	**৭৯,০৭৬**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	৩০,৯০৮	৪২,০২৯	১১,৭৩১
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	২১,১৩০	২৩,৯৬৫	৬,১৭১
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	৯,৭৭৮	১৮,০৬৪	৫,৫৬০
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	৪৭,৮৫০	২৯,১৯৭	৬৭,৩৪৬
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট)	৪৫,০০০	২৬,১৯৭	৪৬,২৮৯
অন্যান্য	২,৮৫০	৩,০০০	২০,৯৮৪
মোট অর্থসংস্থান	**১,২২,১৫৫**	**১,২১,২৪২**	**১,০৪,৬২৪**
মেমোরেন্ডাম আইটেমঃ জিডিপি:	**২৫,৩৬,১৭৭**	**২৫,৩৭,৮৪৯**	**২২৩৬৪৯৮**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ। **নোট:** জিডিপির ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬।